আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষে শোক বার্তা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসুলদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.

অর্থঃ আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।

কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দেই, আর যে আখিরাতের বিনিময় চায়, আমি তা থেকে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব। (সুরা আল ইমরান-১৪৪-১৪৫)

আমেরিকান ড্রোন হামলায় ইমারাতে ইসলামীর আমির আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের খবরে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখভারাক্রান্ত। এই হামলায় শায়েখ শাহাদাত বরণ করেছেন, আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এমনটি-ই ধারনা করি। এই মুহূর্তে এসে আমরা উম্মাতে মুসলিমাহকে এই মহান মনীষীর প্রত্যাগমনে সান্ত্বনা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আফগান জাতি ও মুবারক তালেবান আন্দোলনের মুজাহিদদের সান্ত্বনা জানাচ্ছি। আমরা তাঁদেরকে বলবো, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উত্তম সান্ত্বনা দিন। যা তিনি উঠিয়ে নেন, তাঁর মালিকও তিনি। আর যা দান করেন তাঁর মালিকও তিনি। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর কাছে পরিমাণ মত বিদ্যমান আছে।

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে ও আপনাদেরকে আমিরুল মুমিনিনের উত্তম বদল দান করেন। তাঁর পরিবর্তে আরও উত্তম একজনকে আমির নিযুক্ত করে দিন।নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে সক্ষম।

মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর জীবনটা ছিল, জিহাদ, কুরবানি, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ সফর। এই সফরে তিনি তাঁর সাথীদের সাথে ৩ টি দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন। অতঃপর ক্রুসেডারদের হাতে শাহাদাত বরণের মাধ্যমে তিনি তাঁর এই সফরের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এটা কতইনা মহান সফর ছিল! এবং কতইনা মহান জিহাদ ছিল! আর কতইনা বরকতময় পরিসমাপ্তি ছিল! আমিরুল মুমিনিনের জীবন বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি অনুস্মরণীয় আদর্শ । জিহাদের ইবাদাতের হাকিকত বুঝা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের রহমত, মর্যাদা ও মুহাব্বতের সাথে বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত পাঠশালা।

আর এই মহান আমির ছিলেন মুসলিম উম্মাহর ঐ মুক্তমাল্যের একটি মুক্তা সদৃশ, যা ইসলামের সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর নেককার শহীদদের কাফেলা, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শহীদ বানিয়েছেন ও সৃষ্টির মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছেন।

এই তো কিছু দিন পূর্বে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহ ও আফগান জাতিকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন, তিনি ছিলেন মুরাবিত ও আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদ। তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, অসুস্থতার সাথে লড়াই করেছেন। কিন্তু তিনি ভেঙ্গে পড়েননি, নতিস্বীকার করেননি। কোন দুর্বলতা তাঁর ছিল না । তিনি দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর বেদনাদায়ক মৃত্যুর পর আজ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুরও আমাদের বিদায় জানিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন।

মোল্লা উমর মুজাহিদ রহ. সালাফের পথে অটল ছিলেন। ইসলামের জন্য দলিল হয়ে ছিলেন এবং ইসলামের সীমান্ত পাহারাদানকারি মুজাহিদ ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন যে, আমরা ক্রুসেডার শত্রুদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধরণের আলোচনা করবনা, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের একজন দখলদার সৈন্যও আফগানিস্তানে থাকবে। শরীয়তের ছায়া ব্যতীত শত্রুদের সাথে কোন ধরনের শান্তি আলোচনা নেই। আর দখলদার শেষ সৈন্যটি আফগানিস্তান ত্যাগ না করা এবং আফগানিস্তানে আবার ইসলামী হুকুমাত ফিরে না আসা পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদগণ জিহাদ থেকে পিছু হটবেনা।

মোল্লা আখতার মনসুর রহিমাহুল্লাহ মোল্লা উমার রহিমাহুল্লাহর নীতিতে অটল ছিলেন। তিনি তালেবান সাথীদের কাছে বারবার এই বিষয়টি উত্থাপন করতেন যে,

মোল্লা উমার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন-" আমেরিকা আমাদেরকে পরাজিত করার ওয়াদা করেছে, আর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আমরা অচিরেই দেখতে পাব দুই ওয়াদার কোনটি বাস্তবায়িত হয়?"!

সুতরাং তাঁরা জিহাদ ও কিতালের পথে চলমান ও অটল ছিলেন, ফলে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাঁর সহযোগীদের নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। বিশ্ব এই রহস্য অবলোকন করেছে যে, এই সাধারণ আফগান জাতি কিভাবে অহংকারী আমেরিকার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের উপর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে?! কিভাবে মুসলমানগণ তাদের ঈমান, কুরবানি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার সফর চালু রেখেছেন, ফলে সকল ক্রুসেডার ও তাদের হোমরা-চোমরারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?! তারা পরাস্ত হয়েছে ও সকল লাজ ও লজ্জার মাথা খেয়ে পলায়নের পথ খুঁজছে।

হ্যাঁ, নিশ্চই মুসলিম উম্মাহ একজন সুমহান নেতা ও অনন্য আমিরকে হারিয়েছে। কিন্তু আমিরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর এর শাহাদাতে আমাদের সান্ত্বনা এই যে, তিনি বীরত্বের সাথে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কুফরের কাছে মাথা নত করেননি, উম্মাহ ও আফগান জাতিকে লজ্জিত করেননি। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুনিয়াকে চিরঞ্জীব আখেরাতের উপর বিক্রি করেননি। তাঁর এই শাহাদাত হচ্ছে এমন একটি নমুনা, যা নিয়ে গর্ব করা যায়, ও এমন একটি পুঁজি যা জিহাদ ও কিতালের পথকে আরও দৃঢ় ও শত্রুদের চক্রান্ত কে চুরমার করতে উৎসাহিত করে। আর আমাদের আমিরদের শাহাদাত আমাদেরকে হীনবল করে না, বরং তাদেঁর শাহাদাত জিহাদ ও কিতালের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

পরিশেষে সারা বিশ্বের মুজাহিদদের প্রতি আমাদের বার্তা-

নিশ্চয়ই আমরা যে পথে চলছি তা জিহাদের পথ। আমাদের আমিরদের শাহাদাত আমাদের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ। চূড়ান্ত বিজয় ও সাহায্যের পূর্বে এমন কিছু আঘাত আসবেই, যাকে প্রতিহত করতে হবে... আর আমাদের বর্তমান জমানার জিহাদের নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন আত্মত্যাগের সারিতে প্রথম কাতারে অবস্থানকারী। আল্লাহর অনুমতিতে তাঁদের বেমেসাল কুরবানির ফলে সাহায্য আরও নিকটবর্তী হচ্ছে। সুতরাং আপনারা একের পর এক আঘাতের কারনে পেরেশান ও চিন্তিত হবেননা!

আমাদের সান্ত্বনা হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

- **إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا**

যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা নিসা: ১০৪]

অবশ্যই কাফেররা বিভিন্ন ফ্রন্টে কঠিন দুঃখের সম্মুখীন হবে। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে তাদেরকে এক ভয়ানক যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাব। তাদেরকে যুদ্ধের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

- **আর তোমরা দুর্বল হয়োনা এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।**

সুতরাং আপনারা জিহাদের পথে অটল থাকুন! আল্লাহর অনুমতিতে রাতের আঁধার কেটে খুব দ্রুতই ভোরের আলো ফুটে উঠবে।

- وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। [সুরা নুর -৫৫]

পরিশেষে বলছি সমস্ত প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

আর আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী। অথচ অধিকাংশ মানুষ-ই জানেনা।

১৪৩৭ হিজরি

আল মালাহেম ফাউন্ডেশন

তানজিমে কায়েদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতুল আরব

আল আন্দালুস মিডিয়া

তানজিমে কায়েদাতুল জিহাদ, ইসলামিক মাগরিব

আল মানারাহ আল বায়দা

তানজিমে কায়েদাতুল জিহাদ, শাম (জাবহাতুন নুসরাহ)

YOUR BROTHERS AT

আপনাদের নেক দুয়ায় আমাদের ভুলবেন না!